গাংনীতে পিএসকেএস এর উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

হাড়ি ভাঙ্গা, দড়িটানা, লাঠি খেলা, গান, কবিতা, নৃত্য, দৌড়, সাইকেল রেচ এমন অনেক বর্ণাঢ্য বিভিন্ন আয়েজনের মধ্য দিয়ে নবীণ, প্রবীণদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যাতিক্রমী এক অনুষ্ঠান।

গতকাল শনিবার দিনব্যাপী গাংনী উপজেলার পীরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) এমন এক ব্যাতিক্রমি আয়েজন করে। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায়, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির (পিএসকেএস) এর বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পালিত হয় উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন মেলা বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক সম্মাননা প্রদান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান-২০২৫।

আনন্দঘন, উৎসব মুখর পরিবেশে- বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ক্রীড়ার মধ্যে ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দৌড়, কিশোরীদের সাইকেল র্যালী, দৌড়। যুবদের ম্যারাথন দৌড়, ১০০ মিটার দৌড়, প্রবীণদের ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, সুরের তালে বালিশ বদল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল ছড়া, গান, কবিতা ইত্যাদি।

এছাড়া প্রবীণ সম্মাননা, সন্তান সম্মাননা, যুব সম্মাননা, কৈশোর-মেন্টর সম্মাননা, সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান এর জন্য সম্মাননা, ক্রীড়া সম্মাননা, সাংবাদিক সম্মাননা, উপজেলায় আয়োজিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার বিজয়ীদের পুরষ্কার প্রদান সহ ছিল বিভিন্ন বিষয়ক স্টল প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোঃ আনজুমান ইসলাম।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। আরো উপস্থিত ছিলেন, পিএসকেএস এর উপ-পরিচালক মোঃ কামরুল আলম, উপজেলা কর্মসূচী সমন্বয়কারী মোঃ জামিদুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা কর্মসূচী সমন্বয়কারী মোঃ রাকিবুল ইসলাম, সাংবাদিক আকতারুজ্জামান ও জুলফিকার আলী কানন।

অনুষ্ঠান দেখতে এলাকার শতশত নারী পুরুষ অংশ গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি বিজয়ীদের হাতে পুরুস্কার তুলে দেন।

অনুমোদনের বছর পার, শুরু হয়নি পার্কের নির্মাণকাজ

গাংনীবাসির বিনোদনের জন্য পৌরপার্ক নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদনের এক বছরেও দেখেনি আলোর মুখ। কতিপয় স্বার্থনেস্বী মহলের তোলা খোড়া অযুহাতে বন্ধ হয়ে আছে পার্ক নির্মাণ কাজ। ফলে, শিশু কিশোরসহ সব মানুষের বিনোদন এখন ঘরবন্দী। দ্রত সময়ে পার্ক নির্মাণের দাবী গাংনীবাসীর।

গাংনী পৌরসভা দেয়া তথ্যে জানা গেছে, ইমপ্রুভিং আর ওয়ান গভার্নেন্স এ্যন্ড ইনফ্রাস্টাকচার প্রজেক্ট (আই ইউ জি আইপি) প্রকল্পের আওয়াতায় গাংনী পৌরসভার অভন্তরে একটি বিনোদন পার্ক নির্মানের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদন হয় ২০২৪ সালে এপ্রিল মাসে। পার্ক নির্মাণ ব্যয় ধরা হয় ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৭২২ টাকা।

পার্কটি নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয় বিগত ৩০ এপ্রিল ২০২৪ ইং তারিখে। পার্ক নির্মাণ কাজ পান ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স জাকাউল এ্যন্ড ব্রাদার্স। টেন্ডার মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ শুরুর জন্য চুক্তিবদ্ধ হন বিগত ২৬ মে ২০২৪ ইং তারিখে। চুক্তি সম্পন্ন করার ৩৬৫ দিনের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও আজও পার্কের নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। ফলে গাংনী পৌরবাসীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে নানা শংসয়।

বিউটি ফিকেশন এ্যান্ড ল্যান্ড স্কেপিং ওয়াকস, দোহা খাল এ্যন্ড গাংনী পৌরসভা নামীয় পার্কটি বাস্তবায়ন করবে গাংনী পৌরসভা। গাংনী পৌরসভার পুর্ব মালশাদাহ এলাকায় পার্ক স্থাপনের স্থান নির্বাচন করা হয় পার্ক অনুমোদনের আগেই। অতচ অর্থ বরাদ্দ, ডিজাইনসহ সকল প্রস্তু¯◌িত সম্পন্ন হওয়ার পরেও এক বছরেও কাজ শুরু হয়নি। পার্ক নির্মান না হলে দ্রতসময়ের মধ্যে বরাদ্দকৃত টাকা ফেরত যাবে এমন নিয়ম থাকলেও পার্কের স্থান নির্বাচনের জটিলতায় পার্কটি

নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি।

গাংনী পৌরসভার বাসিন্দারা জানান, গাংনী একটি জনবহুল ও ঘনবসতি পৌরসভা। এ পৌরসভায় বিনোদনের কোন জায়গা না থাকায় পার্ক নির্মানের উদ্যোগ নেয় তৎকালিন সাবেক সাংসদ ও পৌর কর্তৃপক্ষ। সে মোতাবেক গাংনীর গন্যমান্য ব্যাক্তিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাংনী পৌরশহর থেকে কয়েক কিলোমিটার পুর্ব মালশাদাহ এলাকায় স্থান নির্বাচন করা হয়। কিন্তু সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার মাঝে বাঁধ সাধে কিছু স্বাথর্ন্বেষী মহল। পুর্বমালশাদাহ এলাকার কিছু ব্যাক্তি পার্ক নির্মানের কিছু প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরেন,যা শূধুমাত্র কয়েকজনের স্বার্থ উদ্ধার ব্যাতীত আর কিছুই না বলে মনে করেন গাংনী পৌরবাসী। কোনো অজুহাতে পার্ক নিমাণ যেনো বন্ধ না হয়,এবং দ্রত সময়ের মধ্যে পার্ক নির্মাণ কাজ শুরুর দাবী জানান পৌরবাসী।

গাংনীপৌসভার বাসিন্দা আমিরুল ইসলাম অল্ডাম বলেন,গাংনীতে কোনো বিনোদনের জায়গা না থাকায় শিশু,কিশোরসক মানুষের বিনোদন কিংবা বসার জায়গা নেই। পৌরসভায় পার্ক নির্মান অতিব জরুরী।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনী পৌরসভার পার্ক নির্মাণ হবে এটি গাংনীর উন্নয়নের একটি ধাপ। এক কতিপয় লোকজন খোড়া অজুহাত দেখিয়ে পার্ক নির্মাণ কাজ বন্ধ করে রেখেছে। এতে বলা যায় গাংনীর মানুষের চাওয়া পাওয়াকে তারা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পার্ক নির্মাণ কাজ বন্ধ রেখেছে। তবে দ্রত সময়ের মধ্যে পার্ক নির্মাণ কাজ শুরু করা না হলে বরাদ্দকৃত টাকা ফেরতের আশংকা রয়েছে। দ্রত সময়ের মধ্যে পার্ক নির্মাণ কাজ শুরু করার দাবী জানান তিনি। পার্কটি নির্মাণ করা হলে জনবহুল এ পৌসভায় অনেক শিশু কিশোর ও বয়োবৃদ্ধরা বিনোদনের একটু জায়গা পাবেন।

গাংনী পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি আমার জানার বাইরে। তবে পার্ক নির্মানের বিষয়ৈ বিস্তারিক জেনে দ্রত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

গাংনীতে জুলাই অভ্যুত্থান প্রমিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে জুলাই অভ্যুত্থান প্রমিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে ঢাকা বিভাগ প্রমিলা ফুটবল একাশদকে ১-০ গোলে হারিয়ে উদ্বোধনী ম্যাচ জয়লাভ করে রংপুর বিভাগ প্রমিলা ফুটবল একাদশ।

মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন।

এসময় গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। খেলায় ধারাভাষ্যকার ছিলেন বিএনপি নেতা সুলেরী আলভী।

টুর্নামেন্টে ঢাকা, রংপুর, কুষ্টিয়া মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার ১৬ টি প্রমিলা টিম অংশ নিচ্ছে।

দীর্ঘদিন পর ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন হওয়ায় এলাকার প্রায় অর্ধলক্ষ নারী পুরুষ উপভোগ করেন। মিনি স্টেডিয়ামে কানায় কানায় দর্শক উপস্থিত ছিলেন। এসময় বিভিন্ন বয়সী নারীরা খেলাটি উপভোগ করেন।

গাংনীতে কারিগরি শিক্ষক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে এক সপ্তাহের ব্যবধানে মরিচের মূল্য বৃদ্ধি

মেহেরপুরের বাজারগুলোয় আবারও কাঁচা মরিচের দাম বেড়েছে। সপ্তাহের ব্যবধানে কাঁচা মরিচের দাম প্রতি কেজি ৩০ থেকে ৪০ টাকা করে বেড়ে ২০০ থেকে ২২৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অথচ গত বছরের এই সময়ে কাঁচা মরিচ প্রতি কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছিল বলে চাষি ও ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

খুচরা ব্যবসায়ীরা জানান, চাহিদার চেয়ে বাজারে কাঁচা মরিচের সরবরাহ কম। কৃষকদের কাছ থেকেই বেশি দামে কাঁচা মরিচ কিনতে হচ্ছে। এতে প্রভাব পড়েছে খুচরা বাজারেও।

আর মরিচ চাষিরা বলছেন, এবার বৃষ্টিতে গাছের পাতা কুঁকড়ে যাওয়ায় কাঁচা মরিচের ফলন আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে। বেশি দামে কাঁচা মরিচ বিক্রি করলেও ফলন কম হওয়ায় লোকসানে পড়েছেন তাঁরা।

আজ শুক্রবার সকালে গাংনী উপজেলা কাঁচামাল আড়তের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাজারে মরিচের সরবরাহ কম। এ কারণে খুচরা বাজারেও কাঁচা মরিচ কম। পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ ১৯০ থেকে ২২৫ টাকায় বিক্রি করা হয়। আর খুচরা বাজারে তা ২৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মৌসুমে মরিচের এমন দামে অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। এক সপ্তাহ আগেও প্রতি কেজি মরিচ ৩০ থেকে ৪০ টাকায় কিনেছেন তাঁরা।

গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের ব্যবসায়ী শাহাবুল ইসলাম আজ সকালে কাচা মরিচ ১৯০ টাকা থেকে ২৪৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গত বছর এই সময়ে মরিচ প্রতি কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকায় কিনছি।

তিনি আরও বলেন, আড়তেই মরিচের সরবরাহ কমেছে। এ কারণে খুচরা বাজারেও কাঁচা মরিচ কম। তিনি বলেন, ‘পাইকারি বাজার থেকেই ১৯০ থেকে ২৪৫ টাকায় মরিচ কিনছি। গাড়িভাড়া দিতে হয়; এর পাশাপাশি কিছু মরিচ নষ্টও হয়। আমরা এই মরিচ বরিশাল মোকামে পাঠিয়ে থাকি। আগামীকাল লাভের কথা বলা যাবে।

গাংনী কাঁচাবাজারের আড়ৎ মালিক হাফিজুর রহমান ভিজা বলেন, এখন কাঁচা মরিচের সরবরাহ কম, তাই দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। মাঠের অধিকাংশ

মরিচ ক্ষেত শুকিয়ে গেছে। এখন যে দু এক জায়গায় মরিচ ক্ষেত অবশিষ্ট আছে সেগুলোর দাম বেশী।

দেশের মরিচ উৎপাদনের জেলাগুলোর মধ্যে মেহেরপুর জেলা অন্যতম। জেলার তিনটি উপজেলার সবখানেই ব্যাপকভাবে মরিচের আবাদ হয়। তবে এবার গেলো কয়েকদিনের অবিরাম বৃষ্টিতে মরিচের ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে দাম বেশি হলেও ফলন কম হওয়ায় চাষিরা লাভবান হতে পারছেন না।

গাংনী উপজেলার সবজি গ্রাম সাহারবাটির ময়নাল হোসেন বলেন,গ্রামের চাষি ইব্রাহিম মিয়া বলেন, এ বছর তিনি তিন বিঘা জমিতে মরিচের চাষ করেছেন। অতিরিক্ত খরায় এবং সবশেষ টানা বৃষ্টিপাতের কারণে অনেক মরিচ গাছের পাতা কুঁকড়ে গেছে। এতে গাছের ফুল ঝরে যাচ্ছে। ফলে মরিচও কম ধরছে। এবার দাম কিছু বেশি হলে ফলন কম হওয়ায় লাভ খুব একটা হচ্ছে না।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সামসুল আলম বলেন, অতিরিক্ত খরা ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের কারণে মরিচগাছের পাতা কুঁকড়ে যেতে পারে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া ব্যাকটেরিয়ানাশক ওষুধ ছিটানোর মাধ্যমে মরিচগাছের এ রোগ দূর করা সম্ভব।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের দুই বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় মোঃ ফকরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তিকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আসামি মোঃ ফকরুল ইসলাম বিনোদপুর কাজিকান্দিপাড়ার মোঃ আনোয়ার হোসেনের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল

ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পারভীনা সুলতানা এবং আসামি পক্ষে এ্যাড. মিয়াজান আলী আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গাংনী থানার এসআই (নিঃ) আলী রেজা সঙ্গীয় ফোর্সসহ ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ সকাল সাড়ে ৭টার দিকে তিনি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন সাহেবনগর গ্রামের বাকেরঘোনা এলাকার একটি ফলের দোকানের সামনে ফাঁকা রাস্তায় দুই ব্যক্তি গাঁজা ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত রয়েছে। খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশ সেখানে পৌঁছামাত্রই দুইজন পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ ফকরুল ও অপর আসামি শাহিনকে আটক করে।

পরবর্তীতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তাদের সঙ্গে থাকা ট্রলি ব্যাগের ভেতরে তল্লাশি করে ফকরুল ইসলামের ব্যাগ থেকে ৪ কেজি এবং শাহিন হোসেনের ব্যাগ থেকে আরও ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে বিভাগ সেরা সদর ইউএনও খায়রুল ইসলাম

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখায় ২০২৫ সালের জুন মাসে মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম খুলনা বিভাগে সেরা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

নড়াউল জেলার কালিয়া ইউএনও রাশেদুজ্জামান ২য় এবং মাগুরা জেলার মহাম্মদপুর ইউএনও শাহিনুর আক্তার ৩য় স্থান অর্জন করেন। খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম মনিটরিং সেল এ স্বীকৃতি প্রদান করে। একই কার্যক্রমে গাংনী ইউএনও আনোয়ার হোসেন চতুর্থ এবং মুজিবনগরের ইউএনও পলাশ মন্ডল অষ্টম স্থান অর্জন করেন।

মেহেরপুরে যোগদানের পর থেকে মোঃ খায়রুল ইসলাম বাল্যবিবাহ

প্রতিরোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি খাসজমি উদ্ধারে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছেন। ২০২৪ সালে এসএসসি পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উদ্বুদ্ধ করায় এলাকায় প্রশংসিত হন।

চলতি বছরের ২ জানুয়ারি মোঃ খায়রুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সদরে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার বাসিন্দা এবং ৩৫তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। ২০১৭ সালে দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর টাঙ্গাইলে এনডিসি, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং মুজিবনগরে ইউএনও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী মাহামুদা পারভীন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

৪৪তম বিসিএসে মেহেরপুর থেকে ৫ জন সুপারিশপ্রাপ্ত

৪৪তম বিসিএস পরীক্ষায় মেহেরপুর জেলা থেকে এবার ৫ জন মেধাবী প্রার্থী বিভিন্ন ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন।
তাঁদের মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার একজন এবং গাংনী উপজেলার চারজন রয়েছেন।

সুপারিশপ্রাপ্তরা হলেন প্রশাসন ক্যাডারে গাংনী পৌর এলাকার আমানুল আশরাফ আশিস (বুয়েট)। পুলিশ ক্যাডারে গাংনীর রামনগর গ্রামের রাকিবুল ইসলাম রবিন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)। শিক্ষা ক্যাডারে (সমাজবিজ্ঞান) গাংনীর মজিবুল ইসলাম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
শিক্ষা ক্যাডারে (বাংলা) মেহেরপুর সদর উপজেলার মো: তারিক আজিজ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে (ইলেকট্রিক্যাল) গাংনীর আব্দুল্লাহ আল তাহসীন দীপ্ত (রুয়েট)।

এই কৃতীদের প্রতি মেহেরপুর জেলার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। তাঁদের এই অর্জনে পরিবার, শিক্ষক এবং জেলার শিক্ষাঙ্গনে আনন্দের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে।

অ্যাড. সাকিল আহমাদের সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ লাভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কৃতিসন্তান অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল) হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।

সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ, সলিসিটর অনুবিভাগের জিপি ও পিপি শাখা থেকে গত ৭ জুলাই সোমবার সানা মো. মাহরুফ হুসাইন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

সাকিল আহমাদ গাংনী উপজেলার বড়বামন্দী গ্রামের রুহুল আমীনের একমাত্র ছেলে।

তিনি জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। সাকিল আহমাদ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মরত।

সম্প্রতি তিনি গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

এদিকে, অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল) হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় গাংনীর বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গাংনীতে জুলাই যোদ্ধাদের স্বরণে মোমবাতি প্রজ্বলন ও আলোকচিত্রী প্রদর্শন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শাহাদৎ বরণকারী সকল দেশ প্রেমিকদের আত্মার মাগফেরাত কামনা, পঙ্গু ও আহতদের সুস্থতা কামনায় দোয়ার মাহফিল ও মোমবাতি প্রজ্বলন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি’র গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার উদ্যোগে গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

প্রধান বক্তা ছিলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়কয়ক মাহাবুবুর রহমান মাহবুব। জাতীয়তাবাদি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন জাসাসের গাংনী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভীর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন।

এসময় জুলাই আগষ্টের নিহতদের স্বরণে আলোকচিত্রী উপস্থাপন করা হয়।